রাঢ়বঙ্গ

অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি

সম্পাদনা

দেবব্রত ঘোষ

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃ ঃ কলকাতা-৭০০ ০৭৩

e-mail : progressivepubl@yahoo.co.in

pmitram@gmail.com

Mob : 9830305810 ◆ Whatsapp : 9038296630

RADHBANGA
Arthaniti Samaj Samaskriti
Edited by Debabrata Ghosh

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ২০২২

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ অনুব্রতী দত্ত
সহ-শিল্পী ঃ ঋতদীপ রায়

ডি. টি. পি. কম্পোজ
প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম ঃ ২৫০ টাকা
Rupees Two hundred fifty only

ISBN : 978-81-8064-371-2

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।

বহুরূপী শিল্পের সেকাল ও একাল—একটি অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

মিলন কান্তি দাস

বহুরূপ থেকে বহুরূপী। অর্থাৎ, বহুরূপীরা হল লোকশিল্পের একটি বিশেষ গোষ্ঠী, যারা নিজেদের বহুরূপ ধারণের মধ্য দিয়ে মানুষকে আনন্দদানের সাথে সাথে নিজেদেরও জীবিকা অর্জন করে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিনোদনের একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। শিল্পকলার এই বিশেষ ক্ষেত্রটির দিকে নজর দিলেই দেখব যে প্রাচীন কাল থেকেই 'নট', 'শৈলূষ', 'ভরত', 'কুশীলব' এই শব্দগুলো আমরা পাই, যেগুলো অভিনয় বা অভিনেতাকে নির্দেশ করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ নাটকে অভিনয় করত, কেউ বা আবার রাস্তার ধারে বা বিভিন্ন জনসমাগমে (যেমন—মেলা, পূজাপার্বণ ইত্যাদিতে) অভিনয় করত। ম্যাক্সমুলার, সিলভ্যাঁ লেভি বা ভন শ্রোয়েডারের মতো পণ্ডিতরা বেদের সংবাদধর্মী সূক্তগুলোর মধ্যে সে যুগের নাট্যাভ্যাসের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। নাটকের বা অভিনয়ের স্পষ্ট কোনো উল্লেখ বেদে না পাওয়া গেলেও যজুর্বেদে বৃত্তি তালিকায় 'নট' শব্দের সমার্থক 'শৈলূষ' শব্দের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কেটকারের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'শৈলূষ' শব্দ 'নট' শব্দেরই সমার্থক, যার অর্থ অভিনেতা, যিনি 'four-fold abhinaya'-তে পারদর্শী।[১] ভারতীয় নাট্যচর্চার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থে 'নট' ও 'নাট্য' শব্দের উপস্থিতির মাধ্যমে। মহাভারতেও 'সমাজ' নামক সমিতিতে নট, নর্তকগণ আমোদ রঙ্গরস পরিবেশন করতেন তার উল্লেখ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নট শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা আছে যে, নটেরা লোকবৃত্তান্তের ধারা বর্ণনা (folk narrative) করতেন।[২]

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রও মাঝে মাঝে প্রয়োজনানুসারে নট শ্রেণির লোকেদের দিয়ে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করাত। গুপ্তচর প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, "তাহাদিগের আভ্যন্তর সমাচার.... ও অন্ধের বেশধারী হইয়া এবং নট (অভিনেতা), নর্তক, গায়ক, বাদক, বাগ্‌জীবন (পুরাবৃত্তের কথক অথবা নানা রূপ কৌশলময় শব্দাদি উচ্চারণ করিয়া তামাশা প্রদর্শনকারী) ও কুশীলব (লঙ্ঘন প্লাবনাদি দ্বারা উপজীবিকাকারী খেলক বা চারণ) সাজিয়া....সব সংবাদ জানিয়া লইবে"।[৩] যদিও অর্থশাস্ত্রে এই শ্রেণির মানুষের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই তাও আমরা বলতে পারি গুপ্তচর ব্যবস্থাতে এই যে বিভিন্ন প্রকার সাজের উল্লেখ তা মানুষের বহুরূপ ধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত। আর জাতক, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে তো আমরা মানুষ, দেবদেবী, এমনকি রাক্ষসদেরও বহুরূপ ধারণের উল্লেখ পাই। মুঘল যুগের আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থেও আমরা বহুরূপীর উল্লেখ পাই।[৪]

ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরস্থ বঙ্গের পশ্চিমাংশ অতি প্রাচীন কাল থেকেই লাল বা লাড় বা রাঢ় (উত্তর ও দক্ষিণ) রূপে সুপরিচিত। এর ব্যাপ্তি মুর্শিদাবাদ জেলার অংশবিশেষ আর সমগ্র বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা নিয়ে। সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা ও বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে কমবেশি ধারাবাহিকতার এক ফল্গুধারা লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কালে রাঢ়দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো কোনো বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। নিতান্ত অপর্যাপ্ত হলেও, এর থেকে রাঢ়বঙ্গের জনজীবনের একটি মোটামুটি স্পষ্ট অবয়ব পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য, এই অবয়বে বিবর্তন বা পরিবর্তনের চেয়ে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

নিঃসন্দেহে, রাঢ়বঙ্গের ইতিহাসচর্চায় এটি সাম্প্রতিকতম সংযোজন।

ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে বেশ কয়েকটি মহাবিদ্যালয়ে এবং অতিথি অধ্যাপকরূপে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ইতিমধ্যে দশটির বেশি মৌলিক ও সম্পাদিত গ্রন্থের রচয়িতা। আরও অনেকগুলি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া দেশ-বিদেশ থেকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বহু সম্পাদিত গ্রন্থে অধ্যায় এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি হল ঃ ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রাম ; বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের অনুবন্ধ ; পরিবেশের ইতিহাস ; সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের হালহকিকত ও সন্ত্রাসবাদ এবং স্থানীয় ইতিহাস।

যোগাযোগ

e-mail : debabrata–61@rediffmail.com
debabrata–ghosh2010@yahoo.in
Website : www.debabrata.co.in

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

e-mail : progressivepubl@yahoo.co.in
pmitram@gmail.com

Mobile : 9830305810 ◆ whatsapp : 9038296630

ISBN 818064371-9

9 788180 643712

Price : ₹ 250